বিষয়টি অতীব জরুরী

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং: ১২.০১.০০০০.১৬১.৪০.০৪৪.১৩. ২৩৪৭(৫৭৫) তারিখ: ০৪/০৮/২০২২ খ্রি:

বিষয়: রাসায়নিক বা সুষম সারের পরিমিত ব্যবহার বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করণ প্রসঙ্গে।

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে রাসায়নিক সারের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো ও ফসলের নিবিড় উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই **"সারের পরিমিত ব্যবহার"** নামক একটি লিফলেটের নমুনা (সংযুক্ত) প্রেরণ করা হলো। নমুনা অনুযায়ী পরিমার্জিত আকারে লিফলেট তৈরি করে তা কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া নিবিড় চাষাবাদ চলমান থাকায় মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে জৈব সার ব্যবহার অতীব জরুরী। জৈব সারের বৃহৎ উৎস হলো গোবর। অথচ প্রায়ই দেখা যায় গোবর অবহেলিত ভাবে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় নষ্ট হচ্ছে যা মোটেও কাম্য নয়। তাই গর্ত করে উপরে চালা দিয়ে গোবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা কৃষককে দিয়ে করাতে হবে যেন কোন গোবরই নষ্ট হতে না পারে। এছাড়া প্রতি বাড়িতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জৈব সার উৎপাদন এবং ব্যবহারে ব্যাপক কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: লিফলেট নমুনা- ১ পাতা

(হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
পরিচালক
সরেজমিন উইং
০৪/০৮/২০২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..... (সকল) অঞ্চল।
২। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ---------- (সকল) জেলা । (আপনার জেলার সকল উপজেলায় পত্রটির বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোর্ধ করা হলো)
৩। উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..... (সকল) উপজেলা।
৪। উপপরিচালক (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। আপনাকে পত্রটি ডিএই'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫। অতিরিক্ত উপপরিচালক (নিয়ন্ত্রণ কক্ষ), সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢকা-১২১৫।
৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

সারের পরিমিত ব্যবহার

বিভিন্ন সময় সার ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সারের অতিরিক্ত ব্যবহার ফসল, মাটি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ফসল উৎপাদনের খরচ ও বৃদ্ধি পায়।

- পরিমিত সার ব্যবহারে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। ফলে বালাইনাশক কম লাগে।
- অধিক ইউরিয়া (N) ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন কখনো কখনো বৃদ্ধি পেলেও জমির উর্বরতা কমে যায়। নাইট্রোজেন বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষণ করে। আবার পানিতে মিশে মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ব্যবহারে গাছের কোষপ্রাচীর পাতলা হয়ে যায়। ফলে গাছের কাঠামোগত শক্তি কমে যায়। গাছের কান্ড স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা ও নরম হয়ে যায় এবং কান্ডের চেয়ে পাতা বেশি ভারী হয়। ফলে গাছ সহজেই হেলে পড়ে।
- নাইট্রোজেন বেশি ব্যবহারে মাটিতে বোরন, দস্তা ও কপারের ঘাটতি হয়।
- টিএসপি/ ডিএপি (P) সার অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ফসলের বৃদ্ধি কমে যায় ও আগাম পরিপক্কতা দেখা যায়। অম্ল মাটিতে ফসফেট আটকে যায় (Fixation) বিধায় গাছের কোন কাজেই আসেনা। বেশি ফসফেট জাতীয় সার (P) ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন, আয়রন, জিংক , কপার ও ম্যাঙ্গানিজ এর অভাব মাটিতে দেখা দেয়।
- এমওপি/ এসওপি (পটাশিয়াম- K) সার অতিরিক্ত ব্যবহার করলে মাটির ক্যালসিয়াম ও বোরন শুষে নেয় এবং পানি নিঃসরণের হার কমে যায়। গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- জিপসাম সার (Ca,S সমৃদ্ধ) অতিরিক্ত ব্যবহার করলে শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে গাছের শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম কমে যায়।
- জিংক সালফেট (Zn) অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটিতে বিষক্রিয়া হয়, গাছের আমীষ উৎপাদন ব্যহত হয়।
- বোরণের অতিরিক্ত ব্যবহারে কচিপাতা ও ডগা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলন কম হয়।
- অম্লীয় মাটিতে চুন বেশি ব্যবহার করলে মাটিতে থাকা জিংক, বোরন, আয়রন, কপার ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব হতে পারে।

করণীয়:

- জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। খামার/ গৃহস্থালীন আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট পদার্থ ইত্যাদি দিয়ে বিনা খরচে জৈব সার উৎপাদন করণ।
- ইউরিয়া সার প্রতি ফসলেই পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। রবি মৌসুমে (ক) TSP/ DAP প্রয়োগ করলে পরবর্তী মৌসুমে ৩০-৫০% কম লাগে (খ) এমওপি পরবর্তী মৌসুমে ৩০-৪০% কম লাগে (গ) জিপসাম পরবর্তী ফসলে ভিজা জমিতে পূর্ণমাত্রায় দিতে হয় এবং শুকনা জমিতে ৫০% দিলেই চলে। (ঘ) জিংক সার পরবর্তী মৌসুমে অর্ধেক দিলেই চলে (ঙ) বোরন বছরে ১ বার দিলেই চলে।
- জমিতে একবার চুন ব্যবহারের পর পরের ১ বছরে চুন ব্যবহার করতে হয় না।
- সুষম মাত্রায় পরিমিত পরিমাণ সার ব্যবহারের জন্য মাটি পরীক্ষা করে/ অনলাইনে সার সুপারিশ নির্দেশনা মেনে সার দিন।
- আপনার ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার (এসএএও) অথবা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। অর্থ বাঁচান, জমি ও ফসল নিরাপদ রাখুন।